পরম করুণাময় আল্লাহতায়া'লার নামে

মাননীয় স্পীকার

আমি আপনার সানুগ্রহ অনুমতিক্রমে **সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন- ২০০৯** এর ১৫(৪) ধারার বিধানমতে চলতি ২০১৫- ১৬ অর্থবছরের দ্বিতীয় প্রান্তিক (জুলাই- ডিসেম্বর) পর্যন্ত বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও আয়- ব্যয়ের গতিধারা এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন উপস্থাপন করছি।

২। বক্তব্যের শুরুতেই আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর সহকর্মী চার জাতীয় নেতাকে। সদ্যই আমরা অতিক্রম করে এসেছি আমাদের আন্দোলন, সংগ্রাম ও শৌর্যবীরত্বের দুটি মাস- ফেব্রুয়ারি ও মার্চ। ফেব্রুয়ারির মহান ভাষা আন্দোলনে শহীদদের ত্যাগ আমাদের মধ্যে যে আত্মিক শক্তির উন্মেষ ঘটিয়েছিল সেই শক্তিতে বলিয়ান হয়ে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এসেছে আমাদের স্বাধীনতা। তাই আমি শ্রদ্ধার সাথে আরো স্মরণ করছি ভাষা আন্দোলনের শহীদ এবং মুক্তিযুদ্ধের ত্রিশ লাখ শহীদদেরকে। সেই সাথে আমি আন্তরিক সমবেদনা জানাই যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা, স্বজন হারানো পরিবার ও একাত্তুরে নির্যাতিত দুই লাখ মা- বোনদের প্রতি। আমি মনে করি, এক সাগর রক্তের বিনিময়ে পাওয়া স্বাধীনতাকে সমুন্নত রেখে একটি দারিদ্রমুক্ত সুখী- সুন্দর বাংলাদেশ গড়ার নিরন্তর প্রচেষ্টাই হতে পারে পূর্বসূরীদের প্রতি বিনম্র কৃতজ্ঞতা জানানোর শ্রেষ্ঠ উপায়।

মাননীয় স্পীকার

৩। আপনি জানেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুদক্ষ ও দুরদর্শী নেতৃত্বে আমাদের গত মেয়াদের শুরুতেই 'রূপকল্প- ২০২১' এর লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমরা প্রণয়ন করেছিলাম 'প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০- ২১'। যার আওতায় প্রণীত হয়েছে ষষ্ঠ ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদ ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে এবং সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজও শুরু হয়েছে। আমি চলতি অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতাসহ প্রথম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে আমাদের আর্থ- সামাজিক অর্জনসমূহ আপনার মাধ্যমে এই মহান সংসদকে অবহিত করেছি। এ

সময়ে বিভিন্ন সূচকে আমরা যেসব লক্ষ্যণীয় উন্নয়ন ঘটিয়েছি তার মধ্যে সবচেয়ে প্রণিধানযোগ্য অর্জন হলো নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে আমাদের বিশ্ব স্বীকৃতি। কিন্তু, আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো, ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের কাতারে সামিল হওয়া। এই লক্ষ্য অর্জনে আমাদের চলতি মেয়াদে প্রণীত সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় প্রথমেই বিগত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অসমাপ্ত কাজগুলো সম্পাদন করতে চাই। এর পাশাপাশি অগ্রাধিকার দিতে চাই বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও এর দক্ষতার উন্নয়ন, প্রবৃদ্ধি সঞ্চালক বৃহৎ অবকাঠামো প্রকল্প গ্রহণ, মানব সম্পদ উন্নয়ন, কর্মসৃজন, দারিদ্র ও অসমতা দূরীকরণ, সামাজিক নিরাপত্তার আওতা বৃদ্ধি, পরিকল্পিত নগরায়ন এবং টেকসই ও পরিবেশ- বান্ধব নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণের উপর।

মাননীয় স্পীকার

০৪। এ পর্যায়ে আমি চলতি অর্থবছরের প্রথমার্ধের সামষ্টিক অর্থনৈতিক গতি- প্রকৃতির উপর কিছু কথা বলতে চাই। বিবিএস- এর চূড়ান্ত হিসেবমতে ২০১৪- ১৫ অর্থবছরে আমাদের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৬.৫৫ শতাংশ, যা সমতুল্য দেশগুলোর একই সময়ের প্রবৃদ্ধির তুলনায় বেশি। চলতি অর্থবছরে আমরা প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিলাম ৭.০ শতাংশ। এডিবি, বিশ্বব্যাংক, জাতিসংঘ সকলেই প্রক্ষেপন করেছে যে প্রবৃদ্ধি হবে ৬.৭ শতাংশ। আইএমএফ বলেছে তা হবে ৬.৮ শতাংশ। আমাদের পরিসংখ্যান ব্যুরোর প্রাথমিক প্রতিবেদনে আমরা নিশ্চিত যে, আমাদের প্রবৃদ্ধি এই বছরে হচ্ছে ৭ শতাংশের সামান্য বেশি।

মাননীয় স্পীকার

০৫। আপনি জানেন, চলতি অর্থবছরের শুরুতে ব্যক্তিখাতের বিনিয়োগে কিছুটা স্থবিরতা দৃশ্যমান হয়েছিল কিন্তু, বর্তমানে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ, মূলধনী যন্ত্রপাতির আমদানি ঋণপত্র খোলার প্রবৃদ্ধি ও সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগের অন্ত:প্রবাহ উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বৃদ্ধি পাওয়ায় সেই স্থবিরতা দূরীভূত হওয়ার আভাস পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়া, সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, রাজনৈতিক উদ্বেগের প্রশমন, বিদ্যুৎ- জ্বালানি- পরিবহনসহ ভৌত অবকাঠামো খাত ও দক্ষতা উন্নয়নে আমাদের চলমান উদ্যোগ ব্যক্তিখাতের বিনিয়োগ ত্বরান্বিত করবে বলেও আমি মনে করি। আমার বিশ্বাস, সরকারিখাতে বেতন বৃদ্ধি ভোগ ও বিনিয়োগ ব্যয় বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করবে। আপনি অবগত আছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ উন্নত অর্থনীতির দেশসমূহে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের

গতি বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি আমাদের রপ্তানি খাতকে সচল রাখবে। অধিকন্তু, বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা- ২০১৫ কার্যকর হওয়ায় তৈরিপোশাকখাতে শ্রমিক অধিকার সংরক্ষণ পরিস্থিতি ও কর্ম পরিবেশের উন্নয়নে গতিশীলতা সৃষ্টি হবে, যা একদিকে আমাদের রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়তা করবে এবং অন্যদিকে নীট রপ্তানি চ্যানেলে জিডিপি প্রবৃদ্ধির ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। আপনি আরো লক্ষ্য করেছেন, চলতি অর্থবছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত আমাদের প্রবাস আয় বিগত বছরের একই সময়ের তুলনায় সামান্য কমেছে। কিন্তু আপনি জেনে খুশী হবেন যে, সাম্প্রতিক মাসগুলোতে বিগত সময়ের তুলনায় শ্রমিকদের অভিবাসন অনেকখানি বেড়েছে। আমার বিশ্বাস, এতে করে অচিরেই প্রবাস আয়ের প্রবাহে গতিশীলতা সৃষ্টি হবে।

মাননীয় স্পীকার

০৬। প্রতিবেদনের মূল অংশ শুরুর আগে এ পর্যায়ে আমি সামষ্টিক অর্থনীতির উল্লেখযোগ্য চলকসমূহের দ্বিতীয় প্রান্তিক পর্যন্ত অগ্রগতির একটি সংক্ষিপ্ত খতিয়ান আপনার অবগতির জন্য পেশ করতে চাই। ২০১৫- ১৬ অর্থবছরের জুলাই- ডিসেম্বর সময়ে পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায়-

- ✓ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আওতাধীন কর রাজস্ব আদায় ১৬.৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে;
- ✓ মোট সরকারি ব্যয় ৭৬ হাজার ৭৭৮ কোটি টাকা হতে ০.২ শতাংশ কমে দাঁড়িয়েছে ৭৬ হাজার ৬২২ কোটি টাকা;
- ✓ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন বিগত অর্থবছরের প্রথমার্ধের ১৭ হাজার ০৮ কোটি টাকা হতে ৩.৩ শতাংশ বেড়ে হয়েছে ১৭ হাজার ৫৬৭ কোটি টাকা; উল্লেখ্য, আইএমইডি'র তথ্য অনুযায়ী চলতি অর্থবছরের একই সময়ে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ব্যয় হয়েছে ২২ হাজার ৭৭৭ কোটি টাকা, যা বার্ষিক মোট বরাদ্দের ২৩.০ শতাংশ;
- ✓ রপ্তানি আয় বিগত অর্থবছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকের ১৪.৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার হতে ৭.৮ শতাংশ বেড়ে ১৬.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে;
- ✓ সামগ্রিকভাবে আমদানি ঋণপত্র খোলা ১ শতাংশ হ্রাস পেলেও মূলধনী যন্ত্রপাতি ও শিল্পের কাঁচামাল আমদানির ঋণপত্র খোলার পরিমাণ বেড়েছে যথাক্রমে ২৯.০ ও ৩.৮ শতাংশ

- ✓ আমদানি ঋণপত্র নিষ্পত্তির প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৩.৬ শতাংশ;
- ✓ ডিসেম্বর ২০১৫ মাসে ব্যক্তিখাতে ঋণপ্রবাহের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৪.২ শতাংশ; বিগত অর্থবছরের একই সময়ে যা ছিল ১৩.৫ শতাংশ;
- ✓ প্রবাস নিয়োগের সংখ্যা ২.২ লাখ হতে উল্লেখযোগ্যহারে বৃদ্ধি (৪৩.২ শতাংশ) পেয়ে ৩.১ লাখে দাঁড়িয়েছে;
- ✓ বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ডিসেম্বর ২০১৪ সময়ে ছিল প্রায় ২২.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ২৩.২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ডিসেম্বর ২০১৫ সময়ে প্রায় ২৭.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে;
- ✓ সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ প্রবাহ ৭৩৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হতে ১ হাজার ১৩৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে;
- ✓ পয়েন্ট- টু- পয়েন্ট ভিত্তিতে মূল্যস্ফীতি ডিসেম্বর ২০১৪ এর ৬.১১ শতাংশ হতে ডিসেম্বর ২০১৫ সময়ে ৬.১০ শতাংশে নেমে এসেছে।

মাননীয় স্পীকার

০৭। ২০১৫- ১৬ অর্থবছরের দ্বিতীয় প্রান্তিক পর্যন্ত (জুলাই- ডিসেম্বর) বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদনে এবার আমি দৃষ্টি দিতে চাই সরকারের রাজস্ব আহরণ ও ব্যয় পরিস্থিতির দিকে। এরপর, দেশের সামষ্টিক অর্থনীতির সাম্প্রতিক চিত্র এই মহান সংসদে তুলে ধরার চেষ্টা করব। সবশেষে,এবারের বাজেটে গৃহীত কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গীকার বাস্তবায়নে ডিসেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত সাধিত অগ্রগতির ওপর কিছুটা আলোকপাত করব। এছাড়াও, এই প্রতিবেদনের শেষে পরিশিষ্ট হিসাবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে চলতি অর্থবছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকে সরকারের আয়-ব্যয়ের গতিধারা এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির একটি তথ্যভিত্তিক চিত্র।

অর্থবছর ২০১৫- ১৬: দ্বিতীয় প্রান্তিক পর্যন্ত রাজস্ব আহরণ পরিস্থিতি

০৮। চলতি ২০১৫- ১৬ অর্থবছরে মোট রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ২ লক্ষ ৮ হাজার ৪৪৩ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১২.১৪ শতাংশ)। ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত মোট রাজস্ব আহরিত হয়েছে ৭৭ হাজার ২৩০ কোটি টাকা, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১৫.৮ শতাংশ বেশি এবং বাজেটের লক্ষ্যমাত্রার ৩৭.১ শতাংশ। রাজস্ব আহরণের প্রবৃদ্ধি আশানুরূপ না হওয়ায় রাজস্ব আদায়ের গতি বাড়াতে জাতীয় রাজস্ব

বোর্ডসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে জোর প্রচেষ্টা চালাতে হবে। কারণ জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য অর্জন করতে হলে বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী রাজস্ব আহরণ জরুরি।

০৯। সাধারণত অর্থবছরের শেষদিকে রাজস্ব আদায়ের গতি বৃদ্ধি পায়। রাজস্ব আহরণ প্রক্রিয়া আধুনিকায়নের যে সমন্বিত উদ্যোগ আমরা গ্রহণ করেছি তা চলমান রয়েছে। ভ্যাট আইন ১লা জুলাই ২০১৬ থেকে কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চলছে। এছাড়া, কর-বহির্ভূত উৎস হতে রাজস্ব আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রযোজ্য হারসমূহ যৌক্তিকীকরণ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহকে উদ্বুদ্ধ করতে অর্থ বিভাগের পক্ষ হতে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর অনুবৃত্তিক্রমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের আন্তরিক সহযোগিতা পেলে কর- বহির্ভুত রাজস্ব আহরণ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাবে।

মাননীয় স্পীকার

অর্থবছর ২০১৫- ১৬: দ্বিতীয় প্রান্তিক পর্যন্ত সরকারি ব্যয় পরিস্থিতি

১০। চলতি ২০১৫- ১৬ অর্থবছরের বাজেটে মোট ব্যয়ের প্রাক্কলন ধরা হয়েছে ২ লক্ষ ৯৫ হাজার ১০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১৭.২ শতাংশ), যার মধ্যে অনুন্নয়নসহ অন্যান্য ব্যয় ১ লক্ষ ৯৮ হাজার ১০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১১.৫ শতাংশ) এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ব্যয় ৯৭ হাজার কোটি টাকা (জিডিপি'র ৫.৭ শতাংশ)। সাময়িক হিসেবে দ্বিতীয় প্রান্তিক পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ৭৬ হাজার ৬২১ কোটি টাকা (মোট বরাদ্দের ২৬ শতাংশ), যার মধ্যে অনুন্নয়ন ব্যয়সহ অন্যান্য ব্যয় ৫৯ হাজার ৫৪ কোটি টাকা (বরাদ্দের ২৯.৮ শতাংশ) এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ব্যয় ১৭ হাজার ৫৬৭ কোটি টাকা (বরাদ্দের ১৮.১ শতাংশ)। গত ২০১৪- ১৫ অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় চলতি অর্থবছরে অনুন্নয়নসহ অন্যান্য ব্যয় ১.২ শতাংশ কমেছে। আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের মূল্য ক্রমহ্রাসমান। তেলের মূল্যের এই নিম্নমুখী প্রবণতার প্রভাবে চলতি অর্থবছরে ভর্তুকি ব্যয়ের ক্ষেত্রে স্বস্তিদায়ক অবস্থা বজায় থাকবে বলে আশা করা যায়।

১১। বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের প্রতিবেদন অনুযায়ী চলতি অর্থবছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছে মোট বরাদ্দের ২৩.০ শতাংশ (নিজস্ব অর্থায়ন প্রকল্প ব্যতীত), ব্যয়ের হিসাবে যা দাঁড়ায় ২২ হাজার ৭৭৭ কোটি টাকা। আইএমইডি'র এই হিসাব বিবেচনায় নিলে প্রথমার্ধে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির প্রবৃদ্ধি হলো

১.৩ শতাংশ। চলতি অর্থবছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রকল্প সাহায্য ব্যবহার হয়েছে মোট বরাদ্দের ২০.০ শতাংশ। বিগত অর্থবছরের একই সময়ে যা ছিল ২৭.০ শতাংশ। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে প্রকল্প বাস্তবায়নের সক্ষমতা বাড়ানো এবং অর্থবছরের শেষ প্রান্তিকে অত্যধিক ব্যয়ের প্রবণতা হ্রাসের লক্ষ্যে পরিকল্পনা কমিশন ও বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষ সমন্বিত যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তা আরো জোরদার করা দরকার। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রাধিকার নির্ধারণ এবং নির্দিষ্ট সময়ে প্রকল্প সমাপ্তির জন্য পর্যাপ্ত অর্থায়ন নিশ্চিত করা ছাড়াও নিয়মিত প্রকল্প পরিদর্শন ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণের বিষয়েও গুরুত্ব দেয়া আবশ্যক।

১২। বৃহৎ ১০টি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে আমাদের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির একটি বড় অংশ ব্যয়িত হয়। এ ১০টি বৃহৎ মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে চলতি অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির প্রায় ৭৩.৮ শতাংশ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। আইএমইডি'র হিসাবে চলতি অর্থবছরের দ্বিতীয় প্রান্তিক পর্যন্ত এ মন্ত্রণালয়গুলো ১৭ হাজার ৯৯৫ কোটি টাকা ব্যয় করেছে যা প্রদত্ত বরাদ্দের ২৫.১ শতাংশ।

বাজেট ঘাটতি পরিস্থিতি

১৩। এবার আমি বাজেট ঘাটতি পরিস্থিতির দিকে মহান সংসদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। চলতি অর্থবছরে বাজেট ঘাটতি প্রাক্কলন করা হয়েছে ৮৬ হাজার ৬৫৭ কোটি টাকা, যা জিডিপি'র ৫.০ শতাংশ। ঘাটতি অর্থায়নে বৈদেশিক উৎস হতে ১.৮ শতাংশ এবং অভ্যন্তরীণ উৎস হতে ৩.৩ শতাংশ সংস্থানের পরিকল্পনা রয়েছে। অর্থবছরের প্রথমার্ধে মোট বাজেট ঘাটতি বিগত অর্থবছরের একই সময়ের জিডিপি'র ০.৬৭ শতাংশের তুলনায় ০.০৪ শতাংশ উদ্বৃত্ত রয়েছে। জুলাই- ডিসেম্বর ২০১৫ সময়ে বৈদেশিক উৎস হতে নিট অর্থায়ন বিগত অর্থবছরের একই সময়ের ১ হাজের ৪৫৮ কোটি টাকার তুলনায় ৯৯৯ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে, ব্যাংক উৎস হতে ঋণ গ্রহণ লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে সীমিত রাখার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকায় বিগত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় চলতি অর্থবছরে ব্যাংক ঋণ গ্রহণের পরিমাণ কমেছে। ব্যাংকখাত হতে চলতি অর্থবছরে সরকারের ঋণ গ্রহণের লক্ষ্যমাত্রা ৩৮ হাজার ৫২৩ কোটি টাকা। ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত এ খাত হতে গৃহীত ঋণের পরিমাণ ১ হাজার ৫৩৭ কোটি টাকা। ব্যাংক বহির্ভূত উৎস হতে যোগান বাড়ায় এবং জ্বালানি তেল খাতে ভর্তুকি ব্যয় হ্রাস পাওয়ায় ব্যাংকব্যবস্থা হতে ঋণ গ্রহণ বার্ষিক

লক্ষ্যমাত্রার বেশ নিচেই রয়েছে। জাতীয় সঞ্চয় পত্রের নিট বিক্রয়ের পরিমাণ বেড়েছে ১.০ শতাংশ। বাজারে বিদ্যমান অন্যান্য সঞ্চয় উপকরণসমূহের চেয়ে তুলনামূলক আকর্ষণীয় সুদের হার জাতীয় সঞ্চয় পত্রের বিক্রয় বাড়াচ্ছে,যা সরকারের সুদ- ব্যয় ভবিষ্যতে কিছুটা বাড়াতে পারে।

মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

১৪। এবার আমরা দৃষ্টি দেব মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতির দিকে। মূল্যস্ফীতির হারকে যৌক্তিক পর্যায়ে কমিয়ে আনা, সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা এবং সরকারের অন্তর্ভুক্তিমূলক ও পরিবেশবান্ধব প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশ ব্যাংক কিছুটা সতর্কতামূলক, উৎপাদনমুখী ও নমনীয় মুদ্রানীতি অনুসরণ করছে। চলতি অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধের (জানুয়ারি- জুন ২০১৬) জন্য ঘোষিত মুদ্রানীতি বিবৃতিতে রেপো ও রিভার্স রেপো হার কিছুটা কমিয়ে বাজার সুদের হারকে প্রভাবিতকরণের মাধ্যমে বিনিয়োগ বৃদ্ধির অভিপ্রায় ব্যক্ত করা হয়েছে। আর্থিকখাতে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে খেলাপী ঋণের হার কমিয়ে আনা, আর্থিকখাত ও পুঁজিবাজারের স্থিতিশীলতা বজায় রাখা এবং ব্যাংকিংখাতের বিদ্যমান তারল্য উৎপাদনশীল বিনিয়োগে সঞ্চালনে বাংলাদেশ ব্যাংকের সহায়ক ভূমিকা অব্যাহত রাখার কথাও নতুন মুদ্রানীতিতে বিবৃত হয়েছে।

১৫। ডিসেম্বর ২০১৫ শেষে বার্ষিক ভিত্তিতে ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহের (M2) প্রবৃদ্ধি হয়েছে প্রায় ১৩.১ শতাংশ, যা বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রানীতি বিবৃতির লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে কম। মূল্যস্ফীতি ও প্রবৃদ্ধির কাঙ্ক্ষিত হার অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালনের জন্য চলতি অর্থবছরের শেষ নাগাদ ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধির হার নির্ধারণ করা হয়েছে ১৫.০ শতাংশ। ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহ পরিমিত রাখার ক্ষেত্রে মূলত রিজার্ভ মুদ্রার যোগান নিয়ন্ত্রণের ওপরই জোর দেয়া হচ্ছে, যা চলতি অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধেও অব্যাহত থাকবে। রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত বছরভিত্তিতে ১৫.১ শতাংশ এবং চলতি অর্থবছরের জুলাই-ডিসেম্বর সময়কালে ৭.৯ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

১৬। বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণ বিতরণ নীতিতে কৌশলগত পরিবর্তন এনেছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে ঋণ সম্প্রসারণ করতে ব্যাংকসমূহকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। চলতি অর্থবছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত সরকার ব্যাংক ব্যবস্থা হতে ১ হাজার ৫৩৭ কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করেছে, যা বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ৪.০ শতাংশ। মূলত প্রত্যাশার তুলনায় অধিক হারে

সঞ্চয়পত্র বিক্রি হওয়ায় ব্যাংক ব্যবস্থা হতে ঋণ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনেকাংশে কমে গেছে। চলতি অর্থবছরের প্রথমার্ধে সঞ্চয়পত্রের নীট বিক্রয় দাঁড়িয়েছে ১৩ হাজার ৩০৬ কোটি টাকা যা বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ৮৮.৭ শতাংশ। ব্যাংকব্যবস্থা হতে সরকারের ঋণগ্রহণ সংযত থাকায় বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহের পরিসর প্রশস্ত হয়েছে। চলতি অর্থবছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি বাৎসরিক ভিত্তিতে দাঁড়িয়েছে ১৪.২ শতাংশ, বিগত অর্থবছরের একই সময়ে যা ছিল ১৩.৫ শতাংশ। বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহের প্রবৃদ্ধি বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রানীতি বিবৃতি লক্ষ্যমাত্রার কাছাকাছি রয়েছে।

১৭। কৃষিখাত হলো দেশের অর্থনীতির প্রধান চালিকা শক্তি। কৃষিখাতের সন্তোষজনক প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে ব্যাংকব্যবস্থার মাধ্যমে সরবরাহকৃত কৃষিঋণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বিগত অর্থবছরে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ করা হয়েছে ১৫ হাজার ৯৭৮ কোটি টাকা। চলতি অর্থবছরে ব্যাংকব্যবস্থার মাধ্যমে মোট ১৬ হাজার ৪০০ কোটি টাকার ঋণ বিতরণের লক্ষ্য রয়েছে, যা বিগত অর্থবছরের তুলনায় ৫.৫ শতাংশ বেশি। চলতি অর্থবছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত ৮ হাজার ৭৫৬ কোটি টাকা কৃষি ঋণ বিতরণ করা হয়। ঋণের এ প্রবাহ চলতি অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রার ৫৩.৪ শতাংশ ও গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ২৩.৮ শতাংশ বেশি।

সুদের হার

১৮। বাজারের চাহিদা ও সরবরাহের ভিত্তিতেই সাধারণত সুদের হার নির্ধারিত হয়। তবে কৃষি বা রপ্তানিসহ কয়েকটি নির্দিষ্ট খাতে কিছু সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য সম্ভাব্য পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে সুদের হার ও ঋণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে দেয়া হয়। সঞ্চয়পত্রের সুদের হারও নির্ধারণ করে দেয়া হয়, তবে তা প্রয়োজন অনুসারে সময়ে সময়ে পরিবর্তন করা হয়। চলতি অর্থবছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে আমানত ও ঋণের সুদের হার নিম্নগামী রয়েছে। কমে আসছে আমানত ও ঋণের সুদের হারের ব্যবধানও (interest rate spread)। আমানত ও ঋণের সুদের হারের গড় ব্যবধান রাষ্ট্রায়ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোতে এখন ৪ শতাংশের নীচে ও বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোর ক্ষেত্রে ৩ শতাংশের নীচে নেমে এসেছে। সার্বিকভাবে, আমানত ও ঋণের সুদের হারের গড় ব্যবধান বিগত অর্থবছরের ডিসেম্বর মাসে ছিল ৫.২ শতাংশ, যা চলতি অর্থবছরের ডিসেম্বর মাসে ৪.৮ শতাংশে নেমে এসেছে। একই সময়ে আমানতের সুদের হারের ভাড়িত গড় ৭.৩ শতাংশ হতে ৬.৩ শতাংশে এবং ঋণের সুদের হারের ভাড়িত গড় ১২.৫ শতাংশ হতে ১১.২

শতাংশে নেমে এসেছে। আমার বিশ্বাস, সুদের হারের এই নিম্নগতি বিনিয়োগ বাড়াতে সহায়তা করবে। অন্যদিকে, ব্যাংকব্যবস্থায় পর্যাপ্ত তারল্য বিদ্যমান থাকায় কলমানি রেট বিগত অর্থ বছরের ডিসেম্বর মাসের ৭.৯ শতাংশ হতে চলতি অর্থবছরের ডিসেম্বর মাসে ৩.৭ শতাংশে নেমে এসেছে। এ সময়ে ট্রেজারি বিল ও বন্ড এবং বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের সুদের হারও উল্লেখযোগ্য মাত্রায় কমেছে।

মূল্যস্ফীতি

১৯। আপনি জানেন,মূল্যস্ফীতিকে সহনীয় পর্যায়ে রেখে জনগণের ক্রয়ক্ষমতাকে সমুন্নত রাখতে আমরা সদা সচেষ্ট রয়েছি। এ বিষয়ে আমাদের রয়েছে বিরাট সাফল্য। বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতি ডিসেম্বর ২০১৪ শেষে ছিল প্রায় ৭.০ শতাংশ, যা ডিসেম্বর ২০১৫ শেষে দাঁড়িয়েছে ৬.২ শতাংশে। আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন, চলতি অর্থবছরের বাজেটে আমরা মূল্যস্ফীতির বছরভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছিলাম ৬.২ শতাংশ। অর্থাৎ মূল্যস্ফীতির হার এখন লক্ষ্যমাত্রার সমান। মূলত খাদ্য মূল্যস্ফীতি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পাওয়ায় সার্বিকভাবে মূল্যস্ফীতি কমেছে। খাদ্য মূল্যস্ফীতি ডিসেম্বর ২০১৪ সময়ের ৭.৯ শতাংশ হতে ডিসেম্বর ২০১৫ সময়ে ৬.১ শতাংশে নেমে এসেছে। আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের মূল্য হ্রাস, কৃষিখাতে ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি ও সন্তোষজনক খাদ্য মজুদ, অনুকূল মুদ্রা সরবরাহ পরিস্থিতি এবং সর্বোপরি স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশে দেশব্যাপী পণ্য সরবরাহ পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকবে বিধায় সামনের দিনগুলোতে মূল্যস্ফীতির চাপ আরো কমবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

সামষ্টিক অর্থনীতির অন্যান্য খাতসমূহ

বৈদেশিকখাত পরিস্থিতি

আমদানি ও রপ্তানি

২০। এ পর্যায়ে আমি বৈদেশিক খাত নিয়ে আলোচনা করব। প্রথমেই দৃষ্টি দেব রপ্তানি খাতের সাম্প্রতিক গতিপ্রকৃতির দিকে। আপনি জানেন, সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপসহ উন্নত দেশসমূহের অর্থনীতি কিছুটা গতিশীল হয়েছে। ফলে, আমাদের রপ্তানি খাত ক্রমশই চাংগা হয়ে উঠছে। আপনি দেখেছেন, চলতি অর্থবছরের ১ম প্রান্তিকে আমাদের রপ্তানি আয়ের প্রবৃদ্ধি ছিল মাত্র ০.৮ শতাংশ। ২য় প্রান্তিক শেষে তা এখন ৭.৮ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। চলতি অর্থবছরের জুলাই- ডিসেম্বর সময়কালে আমাদের রপ্তানি আয় দাড়িয়েছে ১৬.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা গত অর্থবছরের একই সময়ে ছিল ১৪.৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। আমাদের রপ্তানি আয়ের প্রায় সিংহভাগ আসে তৈরিপোশাকখাত হতে। তৈরি পোশাকের মধ্যে চলতি অর্থবছরের প্রথমার্ধে ওভেন গার্মেন্টস্- ও নিটওয়্যারখাতে আয় বেড়েছে যথাক্রমে ১২.৪ শতাংশ ও ৬.১ শতাংশ। এছাড়া,অর্থবছরের প্রথমার্ধে কাঁচাপাট, রাসায়নিক দ্রব্যসামগ্রি এবং ইঞ্জিনিয়ারিং ও বৈদ্যুতিক সামগ্রির রপ্তানি আয়ও উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। প্রধান রপ্তানি বাজারগুলোর মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপ উভয় অঞ্চলেই রপ্তানি বেড়েছে।

২১। রপ্তানিখাতের উন্নয়নে রপ্তানিমুখী শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি, রপ্তানি পণ্যের গুণগতমান ও প্রতিযোগি মূল্য নিশ্চিত করা, পণ্যবহুমুখীকরণ ও বাজার সম্প্রসারণনীতি অনুসরণই আমাদের সরকারের চলমান কৌশল। পাশাপাশি, সম্ভাবনাময় তথ্য- প্রযুক্তি ভিত্তিক পণ্য ও সেবা রপ্তানি, প্রাধিকার নির্ধারণ, বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসে ফোকাল পয়েন্ট নিয়োগ/চিহ্নিতকরণ ইত্যাদির ওপরও সরকার সর্বোতভাবে গুরুত্ব আরোপ করছে।

২২। চলতি অর্থবছরের জুলাই- ডিসেম্বর সময়ে বিগত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় আমদানি ব্যয় ৭.৮ শতাংশ কমেছে। মূলত আর্ন্তজাতিক বাজারে পণ্যমূল্য হ্রাস পাওয়ায় আমদানি বাবদ ব্যয় হ্রাস পেয়েছে। এ সময়ে আমদানি ঋণপত্র নিষ্পত্তির প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৩.৬ শতাংশ। অন্যদিকে, সামগ্রিকভাবে আমদানি ঋণপত্র খোলা ১ শতাংশ কমলেও মূলধনী যন্ত্রপাতি ও শিল্পের কাঁচামাল আমদানির ঋণপত্র খোলা বেড়েছে যথাক্রমে ২৯.০ শতাংশ ও

৩.৮ শতাংশ। মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি বৃদ্ধি দেশের উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধির এবং শিল্পের কাঁচামাল আমদানি বৃদ্ধি দেশের বিদ্যমান উৎপাদন সক্ষমতার ব্যবহার বৃদ্ধির ইঙ্গিত দিচ্ছে।

প্রবাস আয়

২৩। প্রবাস আয় লেনদেন ভারসাম্যে ইতিবাচক প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে যেমন বহি:খাতকে শক্তিশালী অবস্থানে রাখে তেমনি অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধির মাধ্যমে জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। চলতি অর্থবছরের প্রথমার্ধে দেশে প্রবাস আয়ের প্রবাহ ছিল ৭ হাজার ৪৮২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, বিগত অর্থবছরের একই সময়ে যা ছিল ৭ হাজার ৪৮৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বিগত অর্থবছরের মার্চ হতে চলতি অর্থবছরের আগষ্ট পর্যন্ত প্রবাস নিয়োগে কিছুটা স্থবিরতা ছিল বিধায় প্রবাস আয় প্রবাহে চলতি অর্থবছরের প্রথমার্ধে কাঙ্ক্ষিত গতিশীলতা আসেনি। তবে, সম্প্রতি প্রবাস নিয়োগের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বৃদ্ধি পাচ্ছে। আপনি জেনে খুশী হবেন, চলতি অর্থবছরের জুলাই- ডিসেম্বর সময়ে প্রবাসে নিয়োগ পেয়েছেন মোট ৩ লাখ ১১ হাজার ৬৪২ জন কর্মী। অর্থাৎ এই সময়ে প্রবাস নিয়োগের প্রবৃদ্ধি হয়েছে প্রায় ৪৩.২ শতাংশ। তাই আমার বিশ্বাস, প্রবাস আয় প্রবাহের বর্তমান স্থবিরতা অচিরেই কেটে যাবে।

লেনদেন ভারসাম্য, রিজার্ভ ও বিনিময় হার

২৪। চলতি অর্থবছরের প্রথমার্ধে বাণিজ্যের ভারসাম্য ও প্রাথমিক আয় হিসাবে ঘাটতি পরিলক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও সেকেন্ডারি আয় হিসাবে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে উদ্বৃত্ত থাকায় চলতি হিসাবে উদ্বৃত্ত পরিলক্ষিত হচ্ছে। অন্যদিকে, মূলধন ও আর্থিক হিসাবে উদ্বৃত্ত বিরাজমান থাকায় সামগ্রিক লেনদেন ভারসাম্যও অনুকূলে রয়েছে। চলতি অর্থবছরের প্রথমার্ধে সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে উদ্বৃত্ত ছিল ২ হাজার ৪৩৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, বিগত অর্থবছরের একই সময়ে যা ছিল ১ হাজার ৪৪৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে উদ্বৃত্ত থাকায় বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ডিসেম্বর, ২০১৫ শেষে পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ২৩.২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২৭.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। এ রিজার্ভ দিয়ে প্রায় ৭.৫ মাসের আমদানি ব্যয় মেটানো সম্ভব। ডিসেম্বর ২০১৫ নাগাদ মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার বিনিময় হারে সামান্য অবচিতি (depreciation) হয়েছে। ডিসেম্বর ২০১৫ শেষে মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার বিনিময় হার দাঁড়িয়েছে ৭৮.৭৮ টাকায়, বিগত

বছরের একই সময়ে যা ছিল ৭৭.৮৬ টাকা। মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার এই অবচিতি রপ্তানি ও প্রবাস আয়কে উৎসাহিত করবে।

মাননীয় স্পীকার

চলতি অর্থবছরের বাজেটে প্রতিশ্রুত কতিপয় বিষয়ের অগ্রগতি

২৫। আমি আনন্দের সাথে মহান সংসদকে জানাতে চাই যে,গত বাজেটে দেয়া প্রতিশ্রুতিসমূহের উল্লেখযোগ্য অংশ আমরা ইতোমধ্যে বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়েছি। আরো কিছু বাস্তবায়ন কাজ চলমান রয়েছে। চলমান অর্থবছরের বাজেটেও আমরা নতুন কিছু কার্যক্রম হাতে নিয়েছি। প্রতিশ্রুত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের জন্য আমরা নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছি। মহান সংসদের অবগতির জন্য এখন আমি চলমান আর নতুন ভাবে শুরু করা গুরুত্বপূর্ণ কিছু কার্যক্রমের সর্বশেষ অগ্রগতির একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরতে চাই।

২৫.১ মানব সম্পদ উন্নয়ন

শিক্ষা- মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে আমরা সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছি শিক্ষাখাতে। এ জন্য প্রাথমিক শিক্ষা থেকে শুরু করে উচ্চ শিক্ষার সকল পর্যায়ে আমাদের কার্যক্রম আরো বিস্তৃত করেছি। প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সম্প্রসারণের পরিকল্পনা অনুযায়ী ইতোমধ্যে অবকাঠামো ও শিক্ষক আছে এরূপ ৬৮৭টি বিদ্যালয়ে আমরা ৬ষ্ঠ- ৮ম শ্রেণি চালু করেছি। এছাড়া, তথ্য- প্রযুক্তির প্রয়োগ নিশ্চিত করতে আমরা প্রাথমিক শিক্ষা কারিকুলামগুলোর ডিজিটাল ভার্সন প্রণয়ন ও ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি করেছি। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাক্রমেও আমরা কম্পিউটার ও তথ্য- প্রযুক্তি শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করেছি। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রতিটি বিভাগীয় শহরে একটি গার্লস টেকনিক্যাল স্কুল স্থাপন,২৩টি জেলায় পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন,৪টি বিভাগীয় শহরে ৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন এবং সকল বিভাগে ১টি করে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপনের জন্য প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। দেশে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধিতে আমরা আরো ৬টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের অনুমোদন দিয়েছি। অধিকন্তু, মানসম্মত উচ্চশিক্ষা প্রদান নিশ্চিতকরণে সরকারি- বেসরকারি সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য Accreditation Act, 2016 চূড়ান্ত করা হয়েছে। সর্বোপরি, মাদ্রাসা শিক্ষাক্রমে তথ্য- প্রযুক্তি ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমরা Interactive Digital Madrasha Books উন্নয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করেছি।

স্বাস্থ্য- সুলভে মানসম্মত স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য,পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতে আমরা বহুমুখী সমন্বিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে চলেছি। ইতোমধ্যে আমরা স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ৪ ও ৬ অর্জন করেছি। এর ধারাবাহিকতায় জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বিবেচনায় নিয়ে স্বাস্থ্যখাতে আমরা নতুন পরিকল্পনা ও কার্যক্রম গ্রহণ করছি। গ্রামীন জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় প্রাথমিক স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা সেবা পৌঁছে দিতে আমরা কমিউনিটি ক্লিনিকের কার্যক্রম আরো বিস্তৃত করেছি। গ্রাম পর্যায়ের স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রমে তথ্য-প্রযুক্তি সক্ষম জনবল বৃদ্ধিকল্পে ২২ হাজার হেলথ কেয়ার প্রোভাইডারকে ল্যাপটপ কম্পিউটার সরবরাহের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। আমরা দেশের প্রতিটি জেলা হাসপাতাল এবং ৪১৮টি উপজেলা হাসপাতালে মোবাইল ফোনে স্বাস্থ্য সেবা কর্মসূচি চালু করেছি। এছাড়া, ৪৩টি হাসপাতালে টেলিমেডিসিন নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হচ্ছে। স্বাস্থ্য খাতে নীতি প্রণয়নেও আমরা যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করেছি। জাতীয় ঔষধনীতি যুগোপযোগীকরণ কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

দক্ষতা উন্নয়ন- দেশের জনবলকে জনসম্পদে রূপান্তর করতে আমরা শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়নে নিয়েছি বহুমুখী কার্যক্রম। অর্থ বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন Skills for Employment Investment Program প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা তৈরি পোষাক ও টেক্সটাইল, চামড়া ও চামড়াজাত শিল্প, তথ্য-প্রযুক্তি, নির্মাণ এবং জাহাজ নির্মাণ শিল্প খাতে দক্ষ জনবল তৈরিতে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রশিক্ষণ শেষে কর্মসংস্থানের কার্যক্রম পরিচালনা করছি। ইতোমধ্যে এ প্রকল্পের মাধ্যমে ৮ হাজার ৯৮৯ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে ৫ হাজার ৬৯৫ জনের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া,দক্ষ মানবসম্পদ বিদেশে রপ্তানির উদ্দেশ্যে এখাতেও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমে নিরবচ্ছিন্ন অর্থের যোগান নিশ্চিত করতে National Human Resource Development Fund (NHRDF) গঠনের কার্যক্রম হাতে নিয়েছি।

২৫.২ ভৌত অবকাঠামো

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি- আমি আনন্দের সাথে জানাতে চাই যে,আমাদের সরকারের মেয়াদকালে বিদ্যুৎ- ও জ্বালানিখাতে প্রশংসনীয় অগ্রগতি হয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২০০৯ সালের ৪ হাজার ৯৪২ মেগাওয়াট হতে বর্তমানে ১৪ হাজার ২৭১ মেগাওয়াটে (ক্যাপ্টিভসহ) উন্নীত হয়েছে। এছাড়া,নির্মাণাধীন রয়েছে ৬ হাজার ৪২৭ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র। বিদ্যুৎ সরবরাহের ক্ষেত্রে আমাদের লক্ষ্যমাত্রা হলো,

২০১৮ সালের মধ্যে উৎপাদন ক্ষমতার অন্তত ৮০ শতাংশ সরবরাহ নিশ্চিতকরণ। বর্তমানে বিদ্যুতের প্রকৃত সরবরাহ উৎপাদন ক্ষমতার প্রায় ৭০ শতাংশ। আমরা গত মেয়াদে বিদ্যুৎ খাতে স্বল্পমেয়াদি বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করছিলাম। এতে দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত বিদ্যুৎ সমস্যা অনেকটাই দূর হয়েছে। এছাড়া,বিদ্যুৎখাতের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা 'পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্ল্যান- ২০১৫' প্রণয়ন করা হচ্ছে।

বিদ্যুৎ উৎপাদনে গ্যাসের পাশাপাশি কয়লাকে মূল জ্বালানি হিসেবে বিবেচনায় নিয়ে সরকারি- বেসরকারি, যৌথ বিনিয়োগ এবং ইসিএ ফাইন্যান্সিং এর মাধ্যমে প্রায় ১০ হাজার মেগাওয়াট ক্ষমতার বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন কাজ চলমান রয়েছে। নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও সৌর শক্তির মাধ্যমে ইতোমধ্যে আমরা প্রায় ৩৫ লক্ষ সোলার হোম সিস্টেম স্থাপনের মাধ্যমে পল্লী এলাকায় প্রায় ১ কোটি ৫০ লক্ষ মানুষকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করেছি। অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বাড়ানোর পাশাপাশি প্রতিবেশি দেশসমূহ হতে বিদ্যুৎ আমদানির মাধ্যমে বিদ্যুতের ঘাটতি নিরসনের উদ্যোগ নিয়েছি। এর আওতায় এখন ভারত থেকে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আনা হচ্ছে এবং প্রতিবেশি দেশগুলো হতে পর্যায়ক্রমে আরো ৬ হাজার ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।

দেশে জ্বালানির চাহিদা ও ব্যবহার দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমরা জ্বালানির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে নিয়েছি বিভিন্ন কার্যক্রম। আবাসিক খাতে গ্যাসের উত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণে আমরা ঢাকায় ২ লক্ষ এবং চট্টগ্রামে ৬০ হাজার আবাসিক প্রি- পেইড মিটার স্থাপনের প্রকল্প গ্রহণ করেছি। এছাড়া,ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে গৃহীত এলএনজি টার্মিনাল স্থাপন কাজ এগিয়ে চলছে দ্রুতগতিতে।

যোগাযোগ অবকাঠামো- প্রত্যাশিত আর্থ- সামাজিক উন্নয়নের অনুকূল টেকসই,নিরাপদ ও মানসম্মত গণপরিবহন সেবা নিশ্চিতকল্পে সড়কপথ, রেলপথ, নৌ- পথ এবং আকাশপথ বিবেচনায় নিয়ে আমরা সমন্বিত পরিবহন নীতি বাস্তবায়ন করছি। সড়কপরিবহনখাতে আমরা নতুন সড়ক নির্মাণের পরিবর্তে বিদ্যমান সড়কসমূহের সম্প্রসারণ,সংস্কার ও উন্নয়নে ১০০ এর অধিক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছি। চলতি অর্থবছরে সমাপ্য প্রকল্পগুলির মধ্যে ইতোমধ্যে বরিশাল- পটুয়াখালী- কুয়াকাটা মহাসড়কে শেখ কামাল ও শেখ রাসেল সেতু নির্মাণ এবং আড়িয়াল খাঁ নদীর ওপর ৭ম বাংলাদেশ- চীন মৈত্রী সেতু নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ কাজ ইতোমধ্যে প্রায় ৩১ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে। আশা করছি, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই আমরা পদ্মা সেতুর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করতে পারব।

এছাড়া,ঢাকা শহরকে যানজটমুক্ত করতে আমরা উত্তরা হতে মতিঝিল পর্যন্ত ২০ কিলোমিটার দীর্ঘ MRT-6 Line এবং ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে এর নির্মাণ কাজ ত্বরান্বিত করেছি।

সড়ক পথের পাশাপাশি আমরা দেশের বৃহৎ গণপরিবহনখাত রেলপথের পরিকল্পিত উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের কৌশল গ্রহণ করেছি। বাংলাদেশ রেলওয়ের যাত্রী পরিবহন ক্ষমতা বৃদ্ধিতে ইতোমধ্যে ১০০টি মিটারগেজ এবং ৫০টি ব্রডগেজ যাত্রীবাহী কোচ সংগ্রহের জন্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে,যা জুন ২০১৬ এর মধ্যে বাংলাদেশ রেলওয়ের সাথে সংযুক্ত হবে বলে আশা করছি। এছাড়া, যমুনা নদীর ওপর বঙ্গবন্ধু সেতুর উত্তরে একটি ডুয়েল গেজ ডাবলট্র্যাকসম্পন্ন রেল সেতু নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। আকাশপথে পরিবহন সক্ষমতা ও সেবার মান বৃদ্ধিতে আমরা চলতি অর্থবছরে বোয়িং কোম্পানির ২টি নতুন ৭৩৭- ৮০০ উড়োজাহাজ সংগ্রহ করেছি।

২৫.৩ কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন

আমরা আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছি আমাদের কৃষিবান্ধব নীতিকৌশলের দক্ষ বাস্তবায়নে মাধ্যমে। আমরা সক্ষম হয়েছি নিজেদের চাহিদা পূরণ করে কৃষিপণ্য রপ্তানি করতে। কৃষিখাতে প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রাখতে শস্যের উন্নত জাত সৃষ্টি এবং আধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণের মাধ্যমে ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধি এবং জলাবদ্ধতা দূরীকরণ/সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের মাধ্যমে আমরা জমির আওতা বৃদ্ধি করতে সমর্থ হয়েছি। চলতি অর্থবছরে আমরা ১৭১টি সেচযন্ত্রে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করেছি। এছাড়া,উন্নত কৃষি গবেষণার ওপর আমরা জোর দিয়েছি। কৃষিখাতেও তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষকের দোরগোড়ায় সেবা পৌছে দেয়ার জন্য আমরা ইতিমধ্যে ৪৯৯টি কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র স্থাপন করেছি।

দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে আমরা পল্লিঅঞ্চলে সুসমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন অব্যাহত রেখেছি। দরিদ্র জনগোষ্ঠির অর্থ সংরক্ষণ ও লেনদেনের জন্য ‘পল্লি সঞ্চয় ব্যাংক’ গঠন করেছি। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষার্থে দেশের সকল উপজেলায় সমবায় বাজার স্থাপনের কার্যক্রম আমরা শুরু করেছি।

২৫.৪ জনকল্যাণ

আমাদের সরকারের মেয়াদকালে আমরা খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছি কৃষিখাতের অভূতপূর্ব উন্নয়ন ও দক্ষ খাদ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে। এর ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে খাদ্য গুদামের ধারণক্ষমতা ইতোমধ্যে ২০ লক্ষ ৪০ হাজার মেট্রিক টনে উন্নীত করতে সমর্থ হয়েছি। আপদকালীন সময়ের জন্য খাদ্যমূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির আওতায় চলতি অর্থবছরে আমরা ৮৭ হাজার ৯৬৬ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বিলি করেছি। নিরাপদ খাদ্য আইন বাস্তবায়নের জন্য ইতোমধ্যে দেশব্যাপী ৭০টি 'বিশুদ্ধ খাদ্য আদালত' গঠন করা হয়েছে। এছাড়া, দুর্যোগকালীন পরিস্থিতি মোকাবেলায় বর্তমানে আমাদের খাদ্য গুদামে ১৪ লাখ ৮২ হাজার ৭৪০ মেট্রিক টন চাল- গম মজুদ রয়েছে।

দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষমতা বাড়াতে উপকূলীয় এলাকায় ২০১০- ১১ অর্থবছর হতে এ পর্যন্ত ১৭০.৬ কিলোমিটার বেড়িবাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া,উপকূলীয় এলাকায় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় প্রদত্ত বিভিন্ন ভাতা ও কার্যক্রমের লক্ষ্যাভিমুখী সম্প্রসারণের ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে দারিদ্র ও অসমতা হ্রাসের ওপর।

নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে তাঁদের সামগ্রিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আমরা তাঁদের দক্ষতা উন্নয়ন এবং নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টির প্রয়াস অব্যাহত রেখেছি। কর্মজীবী নারীদের শিশুদের জন্য ১৭টি এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কর্মজীবী নারীদের শিশুদের জন্য ৩টি দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। অধিকন্তু,নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে জয়িতা ফাউন্ডেশনের প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো উন্নয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি এবং এর কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে বিভাগীয়,জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। চলতি অর্থবছরের বাজেটের সাথে আমরা প্রকাশ করেছিলাম 'শিশুদের নিয়ে বাজেট ভাবনা' প্রতিবেদনটি। এই প্রতিবেদনে উল্লিখিত শিশুদের চাহিদা পূরণ, অধিকার ও কল্যাণের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত কর্মসূচি, উন্নয়ন প্রকল্প ও কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের ওপর আমরা জোর দিয়েছি।

২৫.৫ প্রবাসী কল্যাণ

বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি ও অভিবাসীদের কল্যাণ সাধনের উপর আমরা জোর দিয়েছি। আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারের চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে বিদেশ গমনে দরিদ্র

শ্রমিকদের বিভিন্ন ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম আমরা সম্প্রসারিত করেছি। প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের মাধ্যমে প্রবাসীদের স্বল্পসুদে অভিবাসন ঋণ,অনলাইন ব্যাংকিংসহ নানাবিধ সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। এ অর্থবছরের দ্বিতীয় প্রান্তিক শেষে ৪ হাজার ১২২ জন কর্মীকে মাত্র ৯ শতাংশ সরল সুদে প্রায় ৪১ কোটি টাকা অভিবাসন ঋণ প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি,অভিবাসন ও দক্ষতা উন্নয়ন তহবিলের আওতায় বিএমইটি'র বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে হংকং,সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশে গমনেচ্ছু মহিলা কর্মীদের হাউজ কিপিং ও ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

শ্রম বাজার সম্প্রসারণে আমরা সর্বাত্বক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। এর ফলে বাংলাদেশের কর্মী গমনকারী দেশের সংখ্যা ২০০৯ সালের ৯৭টি থেকে বৃদ্ধি করে ১৬০টি দেশে উন্নীত করতে সমর্থ হয়েছি। প্রবাসী কল্যাণে ভূমিকা রাখার লক্ষ্যে আমরা ১২টি নতুন শ্রম উইং চালু করেছি। নতুন শ্রম বাজার অনুসন্ধানের জন্য মন্ত্রণালয়ে শ্রম বাজার গবেষণা সেল গঠন করা হয়েছে। অভিবাসন ব্যয় নিয়ন্ত্রণে রাখা ও মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম বিলুপ্ত করার জন্য অভিবাসন ডাটাবেজ নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া,বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি ২০১৬ অনুমোদন করা হয়েছে।

২৫.৬ শিল্প খাত

দেশকে ২০২১ সালের মধ্যে অনুন্নত দেশের কাতার থেকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত করতে আমরা জাতীয় আয়ে শিল্প খাতের অবদান ৩৩ শতাংশে উন্নীত করতে চাই। এলক্ষ্যে শিল্প খাতের প্রসার,ক্ষুদ্র শিল্পের বিকাশ,পর্যটন শিল্পের বিকাশ এবং পাটশিল্পের গৌরব উদ্ধারে আমরা বহুবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করেছি। ক্ষুদ্র,মাঝারি ও কুটির শিল্পখাতে শিল্প স্থাপনে আগ্রহী উদ্যোক্তাদেরকে বিসিকের পক্ষ থেকে প্রশিক্ষণ প্রদান,স্বল্প সুদে ঋণ, উন্নত অবকাঠামো সম্বলিত শিল্প প্লট বরাদ্দ, পণ্য বিপণন সহায়তা ও পণ্যের মান উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রনোদনামূলক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। এ অর্থবছরে ইতোমধ্যে ৫ হাজার ৮৮২ জন শিল্পোদ্যোক্তাকে উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ৫০টি প্লট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এছাড়াও ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প উদ্যোক্তাদের ঋণ সুবিধা প্রদানের জন্য আমরা 'বিসিকের নিজস্ব ঋণ তহবিল' শীর্ষক একটি ঋণ কর্মসূচি গ্রহণ করেছি। কুটির শিল্পের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান কার্যক্রম অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে 'ক্ষুদ্র ও মাইক্রো কুটির শিল্প ফাউন্ডেশন' ইতোমধ্যে গঠন করা হয়েছে। প্রাথমিক অবস্থায় ৬৪টি জেলা সদরে ঋণ বিতরণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে।

শিল্প কারখানায় কর্মপরিবেশ উন্নয়ন এবং শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য পরিবেশবান্ধব স্থানে শিল্প স্থাপনের জন্য এ পর্যন্ত আমরা ৭৪টি শিল্প নগরী স্থাপন করেছি এবং এ সকল নগরীতে এ পর্যন্ত ৫ হাজার ৭৭৬টি শিল্প ইউনিটের অনুকূলে ৯ হাজার ৯৪৮টি প্লট বরাদ্দ দিয়েছি। সর্বোপরি,শিল্প খাতের আইন কাঠামো যুগোপযোগী করার জন্য শিল্প আইন, ২০১৩ অনুমোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি।

মাননীয় স্পীকার

২৬.০ অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারাবাহিকতার পথ ধরে অনেক সম্ভাবনা নিয়ে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের যে সুচনা হয়েছিল, আশার কথা, আমরা সেই সম্ভাবনা থেকে এতোটুকু বিচ্যুত হইনি। বিবেচ্য দ্বিতীয় প্রান্তিকে সামগ্রিকভাবে সামষ্টিক অর্থনীতির উল্লেখযোগ্য চলকসমূহের ইতিবাচক অবস্থা, বিশেষ করে রপ্তানি আয়,বৈদেশিক বিনিয়োগ,কর রাজস্ব ও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের উর্ধ্বগতি এবং মুল্যস্ফীতির নিম্নমুখী প্রবণতা আমাদের এই বার্তাই দেয় যে, উন্নয়নের মহাসড়কে আমাদের যে অভিযাত্রা শুরু হয়েছে তা অব্যাহত থাকবে কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত। বর্তমানে দেশে বিরাজমান রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আমাদের অর্থনীতির এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। বিশেষ করে, উন্নয়নপ্রত্যাশী সাধারণ মানুষ যেভাবে জ্বালাও পোড়াওয়ের নেতিবাচক রাজনীতি প্রত্যাখান করেছে, তা জনগণের জীবনবোধ ও দৃষ্টিভংগির ইতিবাচক পরিবর্তনেরই পরিচায়ক। রাজনৈতিক মহলের শুভবুদ্ধি আর জনগনের এই ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের অর্থনীতিতে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলবে বলে আমি মনে করি। কিন্তু এতদসত্বেও আমরা জানি উন্নয়নের পথ সবসময় কুসুমাস্তীর্ণ হয় না। কখনো বাধা আসে স্বার্থান্বেষী কুচক্রীদের নিকট থেকে, কখনো উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয় প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে। কিন্তু এ দেশের সংগ্রামী জনগোষ্ঠীর সহজাত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, যে কোন ধরণের অর্থনৈতিক,রাজনৈতিক কিংবা প্রাকৃতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে সামনে এগিয়ে যাওয়া। জনগণের সেই শক্তিতে বলীয়ান হয়ে উন্নয়নের পথে আসা বিভিন্ন চ্যালেঞ্জকে আমাদের সরকার কিভাবে সাফল্যের সাথে মোকাবেলা করে তার অনেক দৃষ্টান্ত আপনার সামনে আছে।

২৭.০ একজন অত্যন্ত আশাবাদী মানুষ হিসেবে আমি সবসময়ই এমন এক বাংলাদেশের কথা তুলে ধরতে চাই, যা হবে সত্যিকারভাবেই জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা। আমরা আমাদের স্বপ্নকে শুধু কথামালার মধ্যে আবদ্ধ না রেখে

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র দূরদর্শী নেতৃত্বে ক্রমান্বয়ে বাস্তবে রূপ দিচ্ছি। আমি আশা করি, আমাদের অর্থনীতির অন্তর্গত শক্তি, বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক অভিঘাতের পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের সুচিন্তিত বাস্তবমুখী পদক্ষেপ এবং সর্বোপরি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র সুযোগ্য নেতৃত্ব ও নির্দেশনায় অর্থনীতির প্রত্যাশিত প্রবৃদ্ধি অর্জন করে রূপকল্প-২০২১ এর অভীষ্ঠ লক্ষ্যে আমরা বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হবো।

খোদা হাফেজ
জয় বাংলা
জয় বঙ্গবন্ধু

পরিশিষ্ট

বাজেট ২০১৫- ১৬: দ্বিতীয় প্রান্তিক (জুলাই- ডিসেম্বর) পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও আয়- ব্যয়ের গতিধারা এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ

ক. রাজস্ব পরিস্থিতি

ক.১. রাজস্ব আদায়

সারণি ১: রাজস্ব আদায় পরিস্থিতি

(সংখ্যাসমূহ কোটি টাকায়)

খাত	২০১৪- ১৫		২০১৫- ১৬	জুলাই- ডিসেম্বর সময়ে আয়		২০১৫- ১৬ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অর্জন (%)
	সংশোধিত বাজেট	হিসাব	বাজেট	২০১৪- ১৫	২০১৫- ১৬	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
মোট রাজস্ব প্রাপ্তি	১৬৩৩৭১ ।১০.৭৯।	১৪৫৯৫০ ।৯.৬৪।	২০৮৪৪৩ ।১২.১৪।	৬৬৬৯৫ (৩.০৮)	৭৭২৩০ (১৫.৮০)	৩৭.০৫
কর রাজস্ব	১৪০৬৭৬ ।৯.২৯।	১২৮৭৮৩ ।৮.৫১।	১৮২২৪৪ ।১০.৬২।	৫৮০২৩ (১৩.২০)	৬৭৬৫৯ (১৬.৬১)	৩৭.১৩
এনবিআর	১৩৫০২৮ ।৮.৯২।	১২৩৯৬৩ ।৮.১৯।	১৭৬৩৭০ ।১০.২৭।	৫৫৮২৪ (১৩.২৪)	৬৪৯০৮ (১৬.২৭)	৩৬.৮০
এনবিআর- বহির্ভূত	৫৬৪৮ ।০.৩৭।	৪৮২০ ।০.৩২।	৫৮৭৪ ।০.৩৪।	২২০০ (১২.৩৩)	২৭৫১ (২৫.০৮)	৪৬.৮৪
কর বহির্ভূত রাজস্ব	২২৬৯৪ ।১.৫০।	১৭১৬৭ ।১.১৩।	২৬১৯৯ ।১.৫৩।	৮৬৭২ (-৩৫.৫০)	৯৫৭১ (১০.৩৭)	৩৬.৫৩

উৎস: আইবাস, অর্থ বিভাগ

নোটঃ বন্ধনীর | | মাঝের সংখ্যা জিডিপি'র শতাংশ হিসেবে দেখানো হয়েছে

বন্ধনীর () মাঝের সংখ্যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় শতকরা হ্রাস/ বৃদ্ধি দেখানো হয়েছে

- চলতি ২০১৫- ১৬ অর্থবছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকে রাজস্ব আয়ের প্রবৃদ্ধি পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১৫.৮ শতাংশ বেশি, যা বাজেটে ঘোষিত লক্ষ্যমাত্রার ৩৭.১ শতাংশ
- এনবিআর- কর রাজস্ব আয়ের প্রবৃদ্ধি ১৬.৩ শতাংশ
- এনবিআর- বহির্ভূত কর রাজস্ব আহরণের প্রবৃদ্ধি ২৫.১ শতাংশ
- কর- বহির্ভূত রাজস্ব আহরণ ১০.৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে

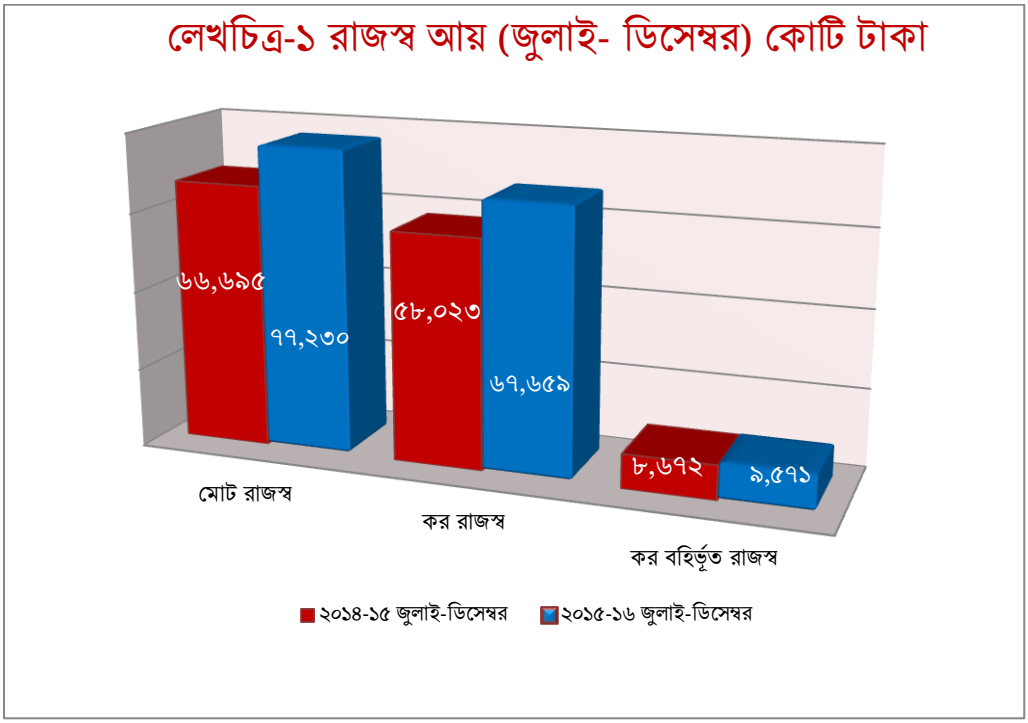

ক.২. এনবিআর- কর রাজস্ব আদায়

সারণি ২: এনবিআর- কর রাজস্ব আদায় পরিস্থিতি

(সংখ্যাসমূহ কোটি টাকায়)

খাত	২০১৪- ১৫ (প্রকৃত)	জুলাই- ডিসেম্বর (প্রকৃত আদায়)		জুলাই- ডিসেম্বর সময়ে প্রবৃদ্ধি (%)
		২০১৪- ১৫	২০১৫- ১৬	
১	২	৩	৪	৫
আয় ও মুনাফার ওপর কর	৪০৭১২.১৮	১৭৭৫০.৮২	১৮৯৬৬.২৯	৬.৮৫
মূল্য সংযোজন কর	৪৫৩৫৩.০৮	২০৭৬২.৩৭	২৪৭১৬.৪৯	১৯.০৪
আমদানি শুল্ক	১৪৮৯৩.০৪	৬৮৮১.১৬	৮১৫১.৮৭	১৮.৪৭
রপ্তানি শুল্ক	৩.৯১	০	২২.০৯	-
আবগারি শুল্ক	৯৯৮.৯০	৯৭.৬৮	২৫৭.৮৯	১৬৪.০১
সম্পূরক শুল্ক	২১০৮০.২৫	৯৯১৯.৫৮	১২৩০৩.১১	২৪.০৩
অন্যান্য কর ও শুল্ক	৯২১.৩৮	৪১২.৩৮	৪৯০.২৭	১৮.৮৯
মোট	১২৩৯৬২.৭৪	৫৫৮২৩.৯৯	৬৪৯০৮.০০	১৬.২৭

উৎসঃ আইবাস, অর্থ বিভাগ

- এনবিআর রাজস্বের প্রধান উৎসসমূহের মধ্যে আয়কর ও মূল্য সংযোজন করের প্রবৃদ্ধি ৬.৯ এবং ১৯.০ শতাংশ;
- ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত রাজস্ব আহরণের গতিধারা বিবেচনায় লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য জোর প্রচেষ্টা চালানো প্রয়োজন।

লেখচিত্র ২ : ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের জুলাই-ডিসেম্বর সময়ে আহরিত এনবিআর রাজস্বে বিভিন্ন খাতের অবদান

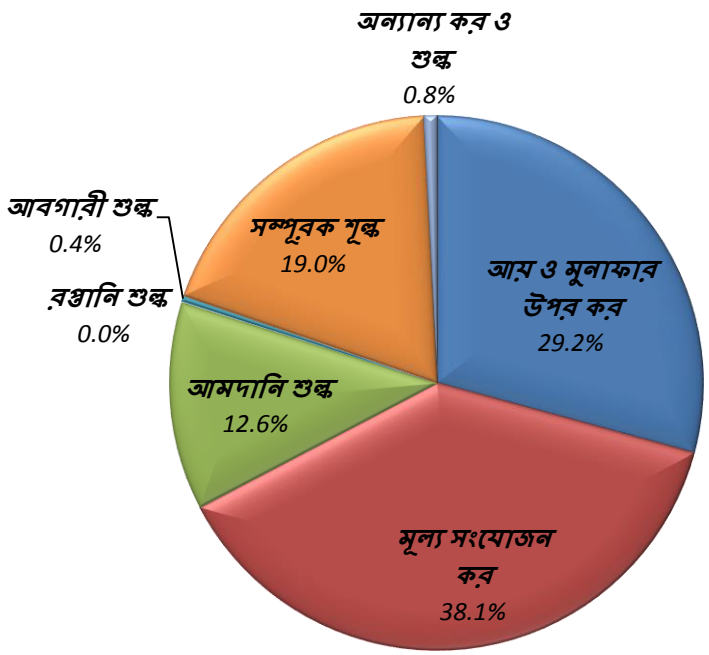

ক.৩. এনবিআর- কর রাজস্ব আয়ের খাতভিত্তিক গতিধারা

সারণি ৩: এনবিআর- রাজস্ব আয়ে খাতভিত্তিক অবদান

খাত সমূহ	২০১৫-১৬ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত আদায়	ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত আদায়	ডিসেম্বর ১৫ পর্যন্ত আয়ের প্রবৃদ্ধি (%)	বাজেট বরাদ্ধের অংশ (%)
আমদানি শুল্ক	১৮৮৩৭.৮	৭০১৫.৫৯	৮২৩৮.৫৪	১৭.৪৩	৪৩.৭৩
ভ্যাট (আমদানি পর্যায়ে)	২১৫১৮.২	৮২৯৪.২৩	৯৪৭২.৬২	১৪.২১	৪৪.০২
সম্পূরক শুল্ক (আমদানি পর্যায়ে)	৬১৪২.৭৫	২৫১০.৩৯	৩০৯৩.৭৯	২৩.২৪	৫০.৩৬
রপ্তানি শুল্ক	৩৭.২৫	৩১.৬৪	২৩.৯৬	-২৪.২৭	৬৪.৩২
উপ-মোট	**৪৬৫৩৬**	**১৭৮৫১.৮৫**	**২০৮২৮.৯১**	১৬.৬৮	৪৪.৭৬
আবগারি শুল্ক	১২১১.১৬	৯৩.৯৪	৫০৭.৯৮	৪৪০.৭৫	৪১.৯৪
ভ্যাট (স্থানীয় পর্যায়ে)	৪০৭২৮.২১	১৪৬৪৮.৩২	১৬৫৩৩.৬৬	১২.৮৭	৪০.৬০
সম্পূরক শুল্ক (স্থানীয় পর্যায়ে)	২১৯৫৬.৭৮	৭৩৫২.৫১	৯১৮২.৫	২৪.৮৯	৪১.৮২
টার্ন ওভার ট্যাক্স	৫.৮৫	১.৯৪	২.২৪	১৫.৪৬	৩৮.২৯
উপ-মোট	**৬৩৯০২**	**২২০৯৬.৭১**	**২৬২২৬.৩৮**	**১৮.৬৯**	**৪১.০৪**
আয় কর	৬৪৭০১	১৮৭২১.২	২০৫৮৩.৯৫	৯.৯৫	৩১.৮১
ভ্রমণ কর	১২৩১	৪২৫.১৮	৪৪৪.০৬	৪.৪৪	৩৬.০৭
উপমোট (প্রত্যাক্ষ কর হতে মোট আয়)	**৬৫৯৩২**	**১৯১৪৬.৩৮**	**২১০২৮.০১**	**৯.৮৩**	**৩১.৮৯**
সর্বমোট	**১৭৬৩৭০**	**৫৯০৯৪.৯৪**	**৬৮০৮৩.৩**	**১৫.২১**	**৩৮.৬০**

উৎস: জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর হিসাব অনুযায়ী জুলাই- ডিসেম্বর, ২০১৫ সময়ে লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ৩৮.৬ ভাগ রাজস্ব আহরিত হয়েছে;
- চলতি অর্থবছরে আমদানির প্রবৃদ্ধি বেশি থাকায় আমদানি- নির্ভর খাত থেকে রাজস্ব আয় বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে;
- প্রত্যক্ষ করের অবদান পর্যায়ক্রমে বাড়ছে।

খ. সরকারি ব্যয় পরিস্থিতি

খ.১. সরকারি ব্যয়

সারণি ৪: সরকারি ব্যয় পরিস্থিতি

(সংখ্যাসমূহ কোটি টাকায়)

খাত	২০১৫- ১৬ বাজেট	২০১৫- ১৬ (অক্টোবর-ডিসেম্বর)	২০১৪- ১৫ (জুলাই-ডিসেম্বর)	২০১৫- ১৬ (জুলাই-ডিসেম্বর)	বাজেটের তুলনায় অর্জন (%)
১	২	৩	৪	৫	৬
অনুন্নয়ন ব্যয়সহ অন্যান্য ব্যয়	১৯৮১০০	২৯,৫৮৭	৫৯,৭৮৯	৫৯,০৫৪	২৯.৮
	।১১.৫।		(-২.৬)	(-১.২)	
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ব্যয়	৯৭০০০	৭,৫৩৭	১৭,০০৯	১৭,৫৬৭	১৮.১
	।৫.৭০।		১০.০০	(৩.৩)	
সরকারি ব্যয়	২৯৫১০০	৩৭,১২৪	৭৬,৭৭৮	৭৬,৬২১	২৬.০
	।১৭.২০।		(-০.১)	(-০.২)	

উৎসঃ সিজিএ, অর্থ বিভাগ

নোটঃ বন্ধনীর | | মাঝের সংখ্যা জিডিপি'র শতাংশ হিসেবে দেখানো হয়েছে

বন্ধনীর () মাঝের সংখ্যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় শতকরা হ্রাস/ বৃদ্ধি দেখানো হয়েছে

- চলতি অর্থবছরের দ্বিতীয় প্রান্তিক পর্যন্ত প্রথম ছয় মাসে ব্যয় মোট বরাদ্দের ২৬.০ শতাংশ;
  - অনুন্নয়নসহ অন্যান্য খাতে ব্যয় মোট বরাদ্দের ২৯.৮ শতাংশ
  - বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী খাতে ব্যয় বরাদ্দের ১৮.১ শতাংশ; আইএমইডি'র হিসাব অনুযায়ী এই হার ২৪.০ শতাংশ
- চলতি অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে সার্বিক ব্যয় ০.২ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।

খ.২. ১০টি বৃহৎ মন্ত্রণালয়ের বাজেট ব্যয়

সারণি ৫: ১০টি বৃহৎ মন্ত্রণালয়ের বাজেট ব্যয় পরিস্থিতি

(সংখ্যাসমূহ কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়	২০১৫- ১৬ বাজেট	২০১৫- ১৬ (অক্টোবর- ডিসেম্বর)	২০১৪- ১৫ (জুলাই- ডিসেম্বর)	২০১৫- ১৬ (জুলাই- ডিসেম্বর) (%)	বাজেটের তুলনায় অর্জন (%)
১	২	৩	৪	৫	১
স্থানীয় সরকার বিভাগ	১৮৮৬৮	২০৯১	৩৪২৮	৩৩২৬ (-৩.০)	১৭.৬
শিক্ষা মন্ত্রণালয়	১৭১০৩	৩৪৬৯	৭১০৭	৬৮৫৮ (-৩.৫)	৪০.১
বিদ্যুৎ বিভাগ	১৬৫০৪	১৫১৩	১৭৪২	৩০৮৮ (৭৭.২)	১৮.৭
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	১৪৫০১	২০৩৪	৪৯৯৪	৪৮৪৮ (-২.৯)	৩৩.৪
কৃষি মন্ত্রণালয়	১২৬৯৯	২২১৪	২৯৫৯	২৯৫২ (-০.২)	২৩.২
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	১২৬৯৫	১৮৫৭	৩৭৮৬	৩৯৮৩ (৫.২)	৩১.৪
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	১২৩৯২	২০৬৯	৪৮২১	৫২৭৭ (৯.৫)	৪২.৬
সেতু বিভাগ	৮৯৫৩	৩৬৮	৩৩৭৮	২৫৩২ (-২৫.১)	২৮.৩
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	৭৯১১	১০৬৬	১৮৭৫	১৪৫৪ (-২২.৪)	১৮.৪
রেলপথ মন্ত্রণালয়	৭৭১৭	৮৭৫	৯৮৮	১৪৩১ (৪৪.৮)	১৮.৫
মোট (১০ টি বৃহৎ মন্ত্রণালয়)	১২৯৩৪৩	১৭৭৭২	৩৫০৮০	৩৫৭৮৪ (২.০)	২৭.৭
অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও বিভাগ	১৫৪৪৩৫	২১০০৭	৩৬১২৮	৩৮৫৪৯	২৫.০
সর্বমোট ব্যয়	২৮৩৭৭৮	৩৮৭৭৯	৭১২০৮	৭৪৩৩৩	২৬.২

উৎস: অর্থ বিভাগ;

( ) বন্ধনীতে বিগত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় প্রবৃদ্ধি দেখানো হয়েছে।

নোটঃ এই সারণীতে ঋণ ও অগ্রীম, খাদ্য হিসাব এবং এডিপি বর্হিভূত কর্মসংস্থানমূলক কর্মসূচী ব্যতীত মোট বাজেট হিসাব করা হয়েছে।

- ২০১৫- ১৬ অর্থবছরের প্রথম ছয়মাসে বৃহৎ ১০টি মন্ত্রণালয়ের ব্যয় হয়েছে বরাদ্দের ২৭.৭ শতাংশ, যা বিগত অর্থবছরের একই সময়ের প্রায় অনুরূপ (৩১.৩ শতাংশ);
- একই সময়ে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ সমূহের ব্যয় হয়েছে বরাদ্দের ২৫.০ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল ৩০.১ শতাংশ;
- সার্বিকভাবে চলতি অর্থবছরে প্রথম ছয় মাসে মোট ব্যয় বরাদ্দের ২৬.২ শতাংশ যা বিগত অর্থবছরে একই সময়ের তুলনায় কম (বিগত অর্থবছরের একই সময়ে ছিল ৩০.৭ শতাংশ)।

খ.৩. ১০ টি বৃহৎ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন পরিস্থিতি

সারণি ৬: ১০ টি বৃহৎ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন পরিস্থিতি

(সংখ্যাসমূহ কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ	২০১৫- ১৬	২০১৫- ১৬ (সর্বশেষ তথ, আইএমইডি)	২০১৫- ১৬	২০১৪- ১৫	২০১৫- ১৬	বরাদ্দের তুলনায় অর্জন (%)
	বাজেট	বরাদ্দ (প্রকল্প সংখ্যা)	(অক্টোবর-ডিসেম্বর)	(জুলাই-ডিসেম্বর)	(জুলাই-ডিসেম্বর)	
বিদ্যুৎ বিভাগ	১৬৪৮৫	১৬১২১.৭৯ (৬৭)	৩৬১১.০৭	২৫৬২.২৬	৪১৫১.৩১ (৬২.০২)	২৫.৭৫
স্থানীয় সরকার বিভাগ	১৬৬৫০	১৬১৪০.৯২ (১৫৮)	৩৪৮৪.৮২	৪৯৭৫.৯০	৫৩১৪.০৩ (৬.৮০)	৩২.৯২
সেতু বিভাগ	৮৯২১	৮৮৭১.০০ (১০)	১১৭৭.৭৪	২৪৬৬.২৫	১৫৫৫.৩৬ (-৩৬.৯৩)	১৭.৫৩
সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগ	৫৬৭৫	৫৬৩৮.৬৪ (৯১)	১৪১০.০৩	১২৫৪.১১	১৬৫৬.৭০ (৩২.১০)	২৯.৩৮
রেলপথ মন্ত্রণালয়	৫৬৫০	৫৪১০.৫৩ (৪৫)	৭৪৬.১১	৬০৯.৫৯	৯৪৭.৬৬ (৫৫.৪৬)	১৭.৫২
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	৫৩৩১	৫১৮০.৫৬ (৫৪)	২০৭.৫২	৯৪০.৭৬	৮৪৭.২৭ (-৯.৯৪)	১৬.৩৫
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	৫৫৪২	৫১২৫.৭০ (১১)	৯৬১.৩১	১৭৪৩.৩৪	১৫৭৪.০৮ (-৯.৭১)	৩০.৭১
শিক্ষা মন্ত্রণালয়	৪১৯৭	৪১২৬.৫৩ (৭৮)	৫৫৯.০৬	১১৮২.৭৩	১০৮৪.২৪ (-৮.৩৩)	২৬.২৭
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	৩০৬২	২৯৬৯.৮৭ (৫০)	৪০৩.৮৩	১৮৫.৪৩	৪১২.০২ (১২২.২০)	১৩.৮৭
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	১৯৯৪	১৯৮৩.১৩ (৪৯)	৪৩৬.০১	৪২৩.৯৬	৪৫২.১৯ (৬.৬৬)	২২.৮০
মোট (১০ টি বৃহৎ মন্ত্রণালয়)	৭১৫১৩	৭১৫৬৮.৬৭ (৬১৩)	১২৮৯৩.৮৭	১৬৮৭৬.০৭	১৭৯৯৪.৮৬ (৬.৬৩)	২৫.১৪
অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও বিভাগ	২৫৪৮৭	২৫৪৩১.৩৩ (৬০২)	৩৩৮০.৯৮	৫৬১৭.৯৩	৪৭৮১.৯৬	১৮.৮০
সর্বমোট ব্যয়	৯৭০০০	৯৭০০০	১৬২৭৪.৮৫	২২৪৯৪.০০	২২৭৭৬.৮২	২৩.৪৮

উৎসঃ আইএমইডি, অর্থ বিভাগ।

নোটঃ এই সারণীতে 'নিজস্ব অর্থায়ন প্রকল্প' ব্যতীত ব্যয় দেখানো হয়েছে।

আইএমইডি'র হিসাব অনুযায়ী-

- ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত বৃহৎ ১০ টি মন্ত্রণালয়ের ব্যয় বরাদ্দের ২৫.১৪ শতাংশ;
- এ সময়ে অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও বিভাগের ব্যয় বরাদ্দের ১৮.৮০ শতাংশ;
- সার্বিকভাবে ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত ব্যয় এডিপি বরাদ্দের ২৩.৪৮ শতাংশ;
- প্রকল্প সাহায্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রথমার্ধের প্রবৃদ্ধি ঋণাত্মক।

গ. বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়ন

গ.১. বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়ন

সারণি ৭: বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়ন

(কোটি টাকা)

খাত	২০১৫- ১৬ (বাজেট)	২০১৪- ১৫ (প্রকৃত) (জুলাই- ডিসেম্বর)	২০১৫- ১৬ (প্রকৃত) (জুলাই- ডিসেম্বর)
রাজস্ব আয়	২১৪২৪৩ (১২.৪৮)	৬৬,৬৯৭ (৪.৪০)	৭৭,৪৫৩ (৪.৫১)
সরকারী ব্যয়	২৯৫০৯৩ (১৭.১৯)	৭৬,৭৯৮ (৫.০৭)	৭৬,৬২১ (৪.৪৬)
বাজেট ভারসাম্য	-৮৬৬৫৭ (-৫.০৫)	-১০,০৮৩ (-০.৬৭)	৬০৮ (০.০৪)
অর্থায়ন	৮৬,৬৫৭ (৫.০৫)	১০,০৮৩ (০.৬৭)	-৬০৮ (-০.০৪)
বৈদেশিক	৩০,১৩৫ (১.৭৬)	১,৪৫৮ (০.১০)	৯৯৯ (০.০৬)
অভ্যন্তরীণ	৫৬,৫২৩ (৩.২৯)	৮,৬২৮ (০.৫৭)	-১,৬০৭ (-০.০৯)
ব্যাংক	৩৮,৫২৩ (২.২৪)	৫,৮৯৬ (০.৩৯)	১,৫৩৭ (০.০৯)
ব্যাংক বহির্ভূত	১৮,০০০ (১.০৫)	২,৭৩১ (০.১৮)	-৩,১৪৪ (-০.১৮)

উৎসঃ অর্থ বিভাগ; বন্ধনীর () মাঝের সংখ্যা জিডিপি'র শতাংশ হিসেবে দেখানো হয়েছে

- ব্যাংক বহির্ভূত উৎস হতে অর্থায়ন বাড়ায় এবং আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের মূল্য হ্রাসজনিত কারণে ভর্তুকি ব্যয় হ্রাস পাওয়ায় ব্যাংক উৎস হতে সরকারের ঋণ গ্রহণ কম হয়েছে।

গ.২. বৈদেশিক সহায়তা পরিস্থিতি

সারণি ৮: বৈদেশিক সহায়তা পরিস্থিতি

(সংখ্যাসমূহ কোটি টাকায়)

খাত	২০১৪-১৫ প্রকৃত	২০১৫-১৬ বাজেট	জুলাই-ডিসেম্বর (প্রকৃত)	
			২০১৪-১৫	২০১৫-১৬
১	২	৩	৪	৫
নিট অর্থায়ন	৭২৩২.৬	৩০১৩৫	১৪৫৮	৯৯৯
ঋণ	১১৯৯০	৩২২৩৯	৫২৭৫	৪১৯৯
অনুদান	২৩২৪.১	৫৮০০	৩৯৩	২২৪
ঋণ পরিশোধ	-৭০৮২	-৭৯০৪.৫	-৪২০৯	-৩৪২৪

উৎস: অর্থ বিভাগ/অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

- ২০১৫- ১৬ অর্থবছরের জুলাই- ডিসেম্বর সময়ে বৈদেশিক অনুদান বিগত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় কম। এ ছাড়া, একই সময়ে বৈদেশিক ঋণের গ্রহণ ও পরিশোধ কম হওয়ায় নিট বৈদেশিক অর্থায়ন হ্রাস পেয়েছে;
- বিদেশি সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করতে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় এবং প্রকল্প বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগগুলোর মধ্যে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে যার ফলে বৈদেশিক ঋণের অবমুক্তি (disbursement) বাড়বে বলে আশা করা যায়।

ঘ. মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

ঘ.১. মুদ্রা ও ঋণ প্রবাহ

সারণি ৯: মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

(মেয়াদ শেষে বছরভিত্তিক শতকরা পরিবর্তন)

খাত	প্রকৃত অবস্থা				বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ মুদ্রানীতি বিবৃতির লক্ষ্যমাত্রা
	জুন ২০১৪	ডিসেম্বর ২০১৪	জুন ২০১৫	ডিসেম্বর ২০১৫	জুন ২০১৬
ব্যাপক মুদ্রা (এম- ২)	১৬.১	১৩.৪	১২.৪	১৩.১	১৫.০
নীট বৈদেশিক সম্পদ	৪০.৩	২৪.৬	১৮.২	২৫.১	১১.১
নিট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	১০.৬	১০.৫	১০.৭	৯.৬	১৬.২
অভ্যন্তরীণ ঋণ	১১.৬	১১.২	১০.০	৯.৯	১৫.৫
সরকারি খাত	৮.৮	২.৫	- ২.৬	- ৭.৮	১৮.৭
বেসরকারি খাত	১২.৩	১৩.৫	১৩.২	১৪.২	১৪.৮
রিজার্ভ মুদ্রা	১৫.৪	১৪.৮	১৪.৩	১৫.১	১৪.৩

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক

- ডিসেম্বর ২০১৫ শেষে ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহের বছরভিত্তিক প্রবৃদ্ধি বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রানীতি বিবৃতির লক্ষ্যমাত্রা ১৫.০ শতাংশের বিপরীতে দাঁড়িয়েছে ১৩.১ শতাংশে; একই সময়ে-
  - ✓ রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি ১৬.৫ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে দাঁড়িয়েছে ১৫.১ শতাংশে;
  - ✓ নীট বৈদেশিক সম্পদের প্রবৃদ্ধি ১৭.৫ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে দাঁড়িয়েছে ২৫.১ শতাংশে;
  - ✓ নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদের প্রবৃদ্ধি ১৪.৩ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে দাঁড়িয়েছে ৯.৬ শতাংশে;
  - ✓ সরকারিখাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি ৭.৯ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে দাঁড়িয়েছে ঋণাত্মক ৭.৮ শতাংশে;
  - ✓ ব্যক্তিখাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি ১৪.৩ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে দাঁড়িয়েছে ১৪.২ শতাংশে;

ঘ ২. সুদের হার

লেখচিত্র ৪: রেপো, রিভার্স রেপো ও কলমানি রেট

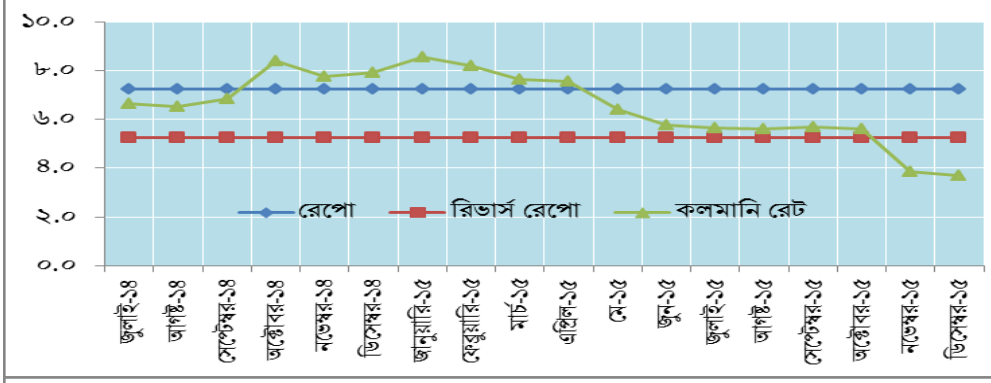

লেখচিত্র ৫: আমানত ও ঋণের সুদ ও সুদের হার ব্যবধান (ভাড়িত গড়)

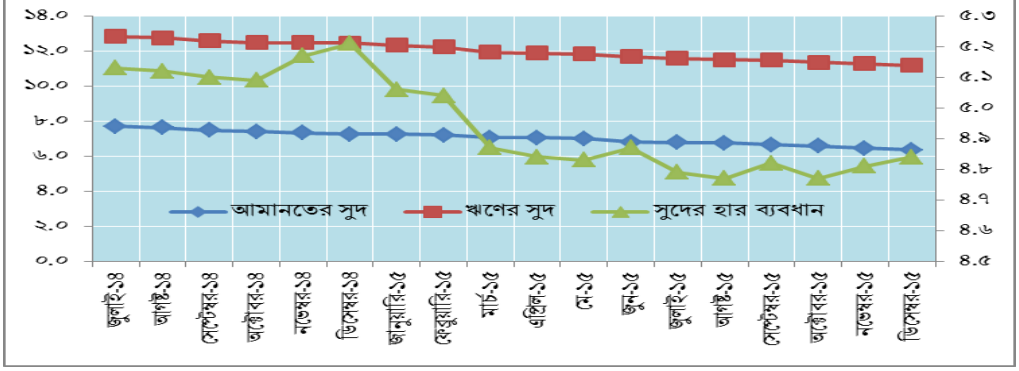

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক

- সঞ্চয় ও ঋণের সুদের হারের ব্যবধান (spread ডিসেম্বর ২০১৪ এর ৫.২ শতাংশ হতে ডিসেম্বর ২০১৫ সময়ে ৪.৮ শতাংশে নেমে এসেছে;
- তফসিলি ব্যাংকসমূহের আমানতের সুদের হার (ভারিত গড়) ডিসেম্বর ২০১৫ সময়ে ৬.৩ শতাংশে নেমে আসে, বিগত অর্থবছরের ডিসেম্বর এ হার ছিল ৭.৩ শতাংশ;
- ঋণের সুদের হার (ভারিত গড়) ডিসেম্বর, ২০১৪ এর ১২.৫ শতাংশ হতে ২০১৫ সালের ডিসেম্বর ১১.২ শতাংশে নেমে আসে;
- জানুয়ারি ২০১৫ শেষে কল মানি হার ৮.৬ শতাংশে উন্নীত হলেও ডিসেম্বর ২০১৫ শেষে ৩.৭ শতাংশে নেমে আসে;
- রেপো ও রিভার্স রেপো রেট যথাক্রমে ৭.২৫ ও ৫.২৫ শতাংশে অপরিবর্তিত রয়েছে।

৬. বৈদেশিক খাত

৬.১. রপ্তানি পরিস্থিতি

সারণি ১০: আমদানি ও রপ্তানি পরিস্থিতি

খাত	২০১৪- ১৫	জুলাই- ডিসেম্বর	
		২০১৪- ১৫	২০১৫- ১৬
১	২	৩	৪
রপ্তানি (মি. মার্কিন ডলার)	৩১,২০৮.৯৪	১৪,৯১৪.২১	১৬,০৮৩.৯০
প্রবৃদ্ধি (%)	৩.৩৯	১.৫৬	৭.৮৪
আমদানি (মি. মার্কিন ডলার)	৪৫,১৯০.২০	২২,২৬৮.৮০	২০,৫২৪.৮০
প্রবৃদ্ধি (%)	১১.২৬	১৮.৩২	- ৭.৮৩

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক ও রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো; (প্রবৃদ্ধি: পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায়)

- ২০১৫- ১৬ অর্থবছরের জুলাই- ডিসেম্বর সময়কালে রপ্তানি আয়ের প্রবৃদ্ধি ৭.৮৪ শতাংশ;
- আমদানি ব্যয় কমেছে ৭.৮৩ শতাংশ। মূলত আর্ন্তজাতিক বাজারে প্রাথমিক পণ্যের মূল্য হ্রাস পাওয়ায় আমদানি ব্যয় কমেছে।

৬.২. প্রবাস আয় পরিস্থিতি

সারণি ১১: প্রবাস আয় পরিস্থিতি

খাত	২০১৪- ১৫	জুলাই- ডিসেম্বর	
		২০১৪- ১৫	২০১৫- ১৬
১	২	৪	৪
প্রবাস আয় (মি. মার্কিন ডলার)	১৫,৩১৬.৯৪	৭,৪৮৭.১৫	৭,৪৮২.৩৮
প্রবৃদ্ধি (%)	৭.৬৫	১০.৫৫	- ০.০৬

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক (প্রবৃদ্ধি: পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায়)

- চলতি ২০১৫- ১৬ অর্থবছরের জুলাই- ডিসেম্বর সময়কালে প্রবাস আয় প্রবাহ বিগত অর্থ বছরের একই সময়ের প্রায় সমান।

৬.৩. বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ

সারণি ১২: বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ পরিস্থিতি

খাত	৩০ জুন ২০১৪	৩০ ডিসেম্বর ২০১৪	৩০ জুন ২০১৫	৩০ ডিসেম্বর ২০১৫	প্রবৃদ্ধি (%)
১	২	৩	৪	৫	৬
বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (মি. মার্কিন ডলার)	২১,৫০৮.০	২২,৩০৯.৮	২৫,০২৫.৫	২৭,৪৯৩.৩	২৩.২*
আমদানি মাস হিসেবে	৬.৬	৬.৫	৬.৭	৭.৫	-

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক (* ৩০ ডিসেম্বর ২০১৪ এর তুলনায় ৩০ ডিসেম্বর ২০১৫- এর প্রবৃদ্ধি)

- চলতি অর্থবছরের ডিসেম্বর শেষে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ প্রায় ২৭ হাজার ৪৯৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা দিয়ে ৭.৫ মাসের আমদানি ব্যয় নির্বাহ করা সম্ভব।

চ. মূল্যস্ফীতি

চ.১. মূল্যস্ফীতির গতিধারা

সারণি ১৩: মূল্যস্ফীতির গতিধারা (ভিত্তি বছর ২০০৫- ০৬)

(পয়েন্ট- টু- পয়েন্ট)

মূল্যস্ফীতি (%)	২০১৪- ১৫				২০১৫- ১৬			
	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর	প্রান্তিক শেষে বার মাসের গড়	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর	প্রান্তিক শেষে বার মাসের গড়
সাধারণ	৬.৬০	৬.২১	৬.১১	৬.৯৯	৬.১৯	৬.০৫	৬.১০	৬.১৯
খাদ্য	৭.১৬	৬.৪৪	৫.৮৬	৭.৯১	৫.৮৯	৫.৭২	৫.৪৮	৬.০৫
খাদ্য- বহির্ভূত	৫.৭৪	৫.৮৪	৬.৪৮	৫.৬০	৬.৬৭	৬.৫৬	৭.০৫	৬.৪১

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক

- ডিসেম্বর ২০১৫ শেষে পয়েন্ট- টু- পয়েন্ট ভিত্তিতে মূল্যস্ফীতির হার দাঁড়িয়েছে ৬.১০ শতাংশে, বিগত অর্থবছরের একই সময়ে যা ছিল ৬.১১ শতাংশ;
- ডিসেম্বর ২০১৫ শেষে ১২ মাসের গড় ভিত্তিতে মূল্যস্ফীতির হার দাঁড়িয়েছে ৬.১৯ শতাংশে, বিগত অর্থবছরের একই সময়ে যা ছিল ৬.৯৯ শতাংশ;
- কৃষিখাতের সন্তোষজনক উৎপাদন, আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্যপণ্য ও জ্বালানি তেলের মূল্য হ্রাস,সরকারের দক্ষ সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সতর্কতামূলক মুদ্রানীতি মূল্যস্ফীতি হ্রাসে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে।